যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ইউজিসিকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশনে' রূপান্তরের খসড়া আইন অনুমোদন

যায়দি রিপোর্ট

উচ্চশিক্ষা কমিশনের প্রধানের (চেয়ারম্যান) পদমর্যাদা ও অবস্থান সরকারের একজন মন্ত্রী এবং কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্যদের পদমর্যাদা ও অবস্থান সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন বিচারপতির সমান, প্রস্তাব করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হিসেবে রূপান্তরের খসড়া আইন অনুমোদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ইউজিসির পূর্ণ কমিশন সভায় খসড়া আইন নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে শিগগিরই এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হবে।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশ দ্বারা ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য ইউজিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা এখন বেড়েছে। পাবলিক- প্রাইভেট মিলিয়ে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮৮টি। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মিললে এ সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশনের (সিবিএইচই) আওতায় আরো প্রায় অর্ধশত সিবিএইচই প্রতিষ্ঠান দেশে উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে।

এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, টেক্সটাইল, আর্ট, মিউজিক, ডিজাইন, ধর্মীয় শিক্ষায় ডিগ্রি প্রদানকারী আলীয়া মাদ্রাসাও

অনুমোদন : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৮

অনুমোদন : আইন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ফলে দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মপরিধি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কমিশনের যে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আইনি কাঠামো রয়েছে তা বর্তমান বিশ্বের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত খসড়ায় বর্তমান ইউজিসিকে শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্সসহ অন্যান্য দেশের আদলে উচ্চশিক্ষা কমিশন হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর শক্তিশালী, স্বাধীন, অর্থবহ ও কার্যকর করা হবে।

কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ২০০৬ সালে সরকার বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র : ২০০৬-২০২৬ শীর্ষক – ডকুমেন্টে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও বিভিন্ন সময়ে বলে আসছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ কমিশন সভায় উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের খসড়া আইন অনুমোদন করা হয়েছে।

এদিকে কমিশন সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মহলের উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট, অস্থিতিশীল করে তোলার পায়তারায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ অপতৎপরতার নিন্দা জানিয়ে কমিশন সবাইকে সহনশীল আচরণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপাচার্যদের ধৈর্য ও সহনশীলতার জন্য সাধুবাদ জানানো হয়। সভায় কমিশনের সাবেক সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ'র মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী, প্রফেসর ড. মো. মুহিবুর রহমান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোহাম্মত খান, প্রফেসর ড. আবুল হাশেম, প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে এম সাইদুল হক চৌধুরী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আমির হোসেন খান, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য প্রফেসর ড. এ. এস মাহফুজুল বারি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ইমদাদুল হক, কমিশনের সচিব মো. খালেদ এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ ইব্রাহীম কবীর।